যায়যায়দিন

তারিখ ... 2 9 AUG 2008
পৃ - ৩ কলাম - ৭

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম হুমকির মুখে

হাবিবুর রহমান খান

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত পৌনে দুই কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি, রেজিস্টার্ডসহ ১১ ধরনের ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান মনিটর করা এখন দুরূহ হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জনবল স্বল্পতার পাশাপাশি অদক্ষ প্রশাসন চাপিয়ে দেয়া এ অবস্থা সৃষ্টির কারণ। জানা গেছে, একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেই জনবল নিয়োগ বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে না। এসব কারণে হুমকির মুখে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও মান নিয়ন্ত্রণ।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদ রয়েছে ৬৪টি। কিন্তু এর মধ্যে ৩৬টি পদই শূন্য। সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদ সংখ্যা ৬৪। এর মধ্যে শূন্য ১৪টি। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদ ৫০৫টি। শূন্য ১৩৬টি। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদ ২ হাজার ৩৬টি। শূন্য ৪৭০টি।

প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে সুপারিনটেনডেন্ট পদ ৫৪, শূন্য পদ ২২টি। সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট পদ ৫৪, শূন্য পদ ২৫টি। পিটিআই, ইন্সট্রাক্টর পদ ৬৪০টি, শূন্য পদ ২১৬টি। পরীক্ষণ বিদ্যালয় ২৫০টি, শূন্য পদ ৫৩টি। সহকারী লাইব্রেরিয়ান ৫৪টি, শূন্য পদ ১৪টি।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে ইন্সট্রাক্টর পদ ৪৮১, শূন্য পদ ১১৫টি। সহকারী ইন্সট্রাক্টর ৪৮১, শূন্য পদ ২৫২টি। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদ ৪৮১, শূন্য পদ ১২১।

জানা গেছে, দাতা সংস্থার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া গেলেও এসব শূন্য পদে জনবল নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নেই। উপরন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উচ্চ পদগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রমে অনভিজ্ঞ প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ ব্যর্থ হতে চলছে।

১৯৮৯ সালের জনবল নিয়োগ বিধি অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হবেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালকদের মধ্যে থেকে কিংবা অধ্যাপকদের মধ্যে থেকে কেউ। এছাড়া বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সমমানের কোনো সরকারি কর্মকর্তা মহাপরিচালক হতে পারবেন। পরিচালক হতে পারবেন অধ্যাপক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল, মাস্টার্স বা অনার্স কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং হেড মাওলানা, ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশনের পরিচালক। উপপরিচালক হবেন সহকারী পরিচালকরা পদোন্নতি পেয়ে অথবা ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশনের উপপরিচালকদের মধ্যে থেকে কেউ। সহকারী পরিচালক হবেন জেলা শিক্ষা অফিসার এবং পিটিআইয়ের সুপারিনটেনডেন্টের মধ্যে থেকে।

লোকবলের অভাব ও নিয়োগ বিধি না মানায় সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে

কিন্তু জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে এসব নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সব প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসন ক্যাডারের লোক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা পদ দখল করে রাখায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ পাওয়া কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনেও পদোন্নতি হচ্ছে না। এদিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানো হলেও এর সুফল পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। কারণ অধিকাংশ সময়ই দেখা যায়, প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরেই অন্যত্র বদলি হয়ে যান। এমনও হয়েছে, বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভ শেষে দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকেই অন্য মন্ত্রণালয়ে গিয়ে যোগদান করেছে।

প্রশাসন ক্যাডারের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এতো লোভনীয় জায়গা কেন- এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, প্রেষণে নিযুক্ত হলে অতিরিক্ত আরো শতকরা ২০ ভাগ বেশি বেতন পাওয়া যায়। এর সঙ্গে আছে দেশে ও বিদেশে ঘন ঘন ট্যুরের সুযোগ। এসব ট্যুরে কর্মকর্তাদের বড় অঙ্কের টাকা আয় হয়। যদিও এসব ট্যুর সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে লাগে না। জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থা উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসারদের নখদর্পণে থাকে। কিন্তু তারা কখনোই বিদেশে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দেখার সুযোগ পান না।